দ্বিতীয় সেমিস্টার

সাধারণ (General) ছাত্র-ছাত্রিদের জন্য

Subject: DC/GE Bengali

201-BNGG-C-2

এই পত্রের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম পূর্বের ক্লাসে দিয়েছি।

ভাষা

আমরা কথা বলি। আমরা কথা বলা বা আলাপনের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করি। আমরা ভাব বিনিময় করতে কথাকে লিখি। আমরা লেখার মধ্য দিয়ে ভাব বিনিময় করি। এই কথা বলা বা লেখার মধ্য দিয়ে ভাব বিনিময়ই আমাদের ভাষা।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিখে আসা 'ভাষা'-র আবার নতুন কি পরিচয় হবে ? তবে কি পড়ার কোনও নতুন কৌশল ? আগে 'ভাষা'র পরিচয়ে যা জানা ছিল সেগুলোকি বহুল ছিল ? এসবা জিজ্ঞাসা খুব স্বাভাবিক। তবে কলেজে 'ভাষা' নিয়ে যে পড়াশুনা হবে তা নতুন। বিদ্যালয় স্তরে তোমরা ভাষার গঠন (বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, কারক, সমাস, ব্যুৎপত্তি, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ইত্যাদি) নিয়ে পড়াশুনা করেছ। কলেজে পড়তে হবে — 'বাংলা ভাষা' কবে, কীভাবে জন্ম হল। ইতিহাসের ধারায় বাংলা ভাষার গঠনে কি কি পরিবর্তন এসেছে, কীভাবে এসেছে, বিভিন্ন সময়ের বাংলা ভাষার গঠন (ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক) কেমন ছিল ? বাংলা ভাষায় কীভাবে একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চারণে বা গঠনে ব্যবধান ঘটেছে (উপভাষা) ? একটি শব্দের প্রকৃতরূপ উচ্চারণ করার সময় কীভাবে পাল্টে যায় (যেমন কৃষ্ণ > কানাই, রাত্রি > রাত) ? ভাষার এই নতুন দিকটি বোঝার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে 'ভাষা' পড়া আবশ্যক।

খেলার মাঠে আম্পায়ার বিভিন্ন ইঙ্গিত করেন — ক) Out, খ) ছয়, গ) চার, ঘ) No-Ball, ঙ) ওভার শেষ ইত্যাদি। আম্পায়ার এই ইঙ্গিতগুলি হাতের সাহায্যে করেন এবং খেলোয়াড় বা দর্শকেরাও সেগুলি বুঝতে পারে। আবার রাস্তায় বিভিন্ন সিগন্যাল দেখানো হয় — এগুলোও আমরা ইঙ্গিত মতো মেনে নিয়ে রাস্তা চলি। দূরের কাউকে ডাকতে চাই, কিন্তু মুখের আওয়াজ পৌঁছাবে না বুঝলে হাতের ইশারা করে ডাকি। উপরে যে তিনটি প্রসঙ্গ আলোচনা করলাম - এগুলিতে আছে নির্দিষ্ট অর্থ বা সংকেত-অর্থ। মানুষের মুখের ভাষাও তেমনি একটি সংকেত-অর্থ। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক —

ক) আমার নাম করোনা। চিনে আমার বাস। (বাংলা)

খ) My name is Corona. I live in China. (ইংরেজি)

গ) মেরা নাম করোনা। মেরা ঘর চাইনা। (হিন্দি)

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংকেত দিয়ে একটিই কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি ভাষার একটি নির্দিষ্ট সংকেত আছে — যার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা হয়।

আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে মুখে উচ্চারিত ধ্বনি সংকেত ব্যবহার করি তাই 'ভাষা'। মুখে উচ্চারণ করতে গিয়ে আমরা প্রথমে কি বলব ঠিক করি — তারপর সেইকথা বা ভাব প্রকাশের নির্দিষ্ট শব্দ-পদ-বাক্যে উচ্চারণ করি। এই উচ্চারণ হল 'ধ্বনি' এবং 'ধ্বনি'র লিখিত রূপ হল 'বর্ণ'। অর্থাৎ 'ভাষা'র দুটি দিক —

ক) ভাবের উপযোগী ধ্বনি-শব্দ-পদ-বাক্য বলা এবং তার অর্থ উপলব্ধি করতে পারা — একে বলা হয় 'পরিকল্পনা'।

খ) ধ্বনি-শব্দ-পদ-বাক্য এগুলি লিখিত আকারে চোখে দেখা যায় এবং উচ্চারিত রূপে কেবল কানে শোনা যায়। এই লিখিত রূপ ও উচ্চারিত রূপকে বলা হয় 'রূপায়ণ'।

বর্ণ

আমরা মুখে যে সংকেতপূর্ণ আওয়াজ করি বা ধ্বনি উচ্চারণ করি ও মনের ভাব প্রকাশ করি তা-ই 'ভাষা'। এই ধ্বনি সংকেতকে চিহ্নে বা লিখিত রূপে প্রকাশ করি কয়েকটি উপকরণ নিয়ে। এই উপকরণগুলি হল বর্ণ-ধ্বনি-শব্দ-পদ-বাক্য ইত্যাদি। এই উপকরণগুলির পরিচয় আমরা সকলেই জানি। আজ আরেকটু বিস্তৃত ও বিজ্ঞানসম্মত পরিচয় গ্রহণ করব।

বর্ণ — উচ্চারিত ধ্বনি-সংকেতের লিখিত রূপ হল 'বর্ণ'। যেমন — অ, আ, ই, ক, খ, চ, ট ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় এই বর্ণগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে — স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। প্রথমে আমরা স্বরবর্ণের আলোচনা করব।

'ধ্বনি' উচ্চারণকালে কণ্ঠ থেকে ওষ্ঠ পর্যন্ত কোথাও বাঁধা না পেয়ে এবং অন্য কোনও 'ধ্বনি'র সাহায্য ছাড়াই যেসব 'ধ্বনি' উচ্চারিত হয়, তাকে 'স্বরধ্বনি' বলে।

বাংলা ভাষায় এই 'স্বরবর্ণ' মোট ১১টি। 'বর্ণ'গুলি হল — অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ। আধুনিক বাংলা ভাষায় '৯' 'স্বরবর্ণ' লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । আবার বর্ণমালা না থাকলেও বাংলায় উচ্চারিত হয় 'অ্যা'(রোমান বর্ণ 'æ') ধ্বনিটি।

এই ধ্বনিগুলিকে একটু খেয়াল করতে হবে —

অ — এককভাবে উচ্চারিত হয়েছে।
আ — এককভাবে উচ্চারিত হয়েছে।
ই — এককভাবে উচ্চারিত হয়েছে।
উ — এককভাবে উচ্চারিত হয়েছে।
এ — এককভাবে উচ্চারিত হয়েছে।
ও — এককভাবে উচ্চারিত হয়েছে।
অ্যা — এককভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

অন্যান্য স্বরগুলি একক স্বর নয়, দি-স্বর বা যৌগিক স্বর বা সন্ধিস্বর। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় উচ্চারিত 'স্বরধ্বনি'গুলিকে 'স্বর' অনুসারে দুটি ভাগ —

ক) মৌলিক স্বর এবং
খ) যৌগিক স্বর।

□ মৌলিক স্বরঃ

অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা এই স্বরগুলি বা ধ্বনিগুলি অন্য কোনও স্বরের সাহায্য না নিয়ে এবং একক স্বররূপে উচ্চারিত হয় এবং অন্যস্বরকে উচ্চারিত হতে সাহায্য করে থাকে। এই স্বরগুলিকে 'মৌলিক স্বর' বলে।

বাংলা ভাষায় 'মৌলিক স্বরে'র সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে — সুকুমার সেন — আটটি স্বরধ্বনি — অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও।

পবিত্র সরকার — 'আমাদের মান্য চলিত বাংলায় (Stander Colloquial Bengali) মুখে আমরা সাতটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি - অ, আ, অ্যা, এ, ও, ই, উ।' উপরোক্ত অভিমত দুটির মধ্যে দ্বিতীয় মতটি যুক্তিযুক্ত বলে আমরা সমর্থন করি।

আমরা বলতে পারি যে, বাংলা মৌলিক 'স্বরধ্বনি' হল ৭টি - অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

□ যৌগিক স্বর / দ্বি-স্বর / সন্ধিস্বরঃ

দুটি স্বরবর্ণের সমবায়ে উচ্চারিত ধ্বনিকে বলা হয় — 'যৌগিক স্বর' / 'দ্বি-স্বর' / 'সন্ধিস্বর'। যেমন — ঐ (অ+ই), ঔ (ও+উ), ইএ, ইউ, এই, আও ইত্যাদি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫টি 'সন্ধিস্বরে'র কথা বলেছেন।

□ উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগঃ

'স্বরধ্বনি' উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটের ফাঁকের আকৃতি, আয়তন এবং মুখের মধ্যে জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এইগুলি হল —

এক॥ ঠোঁট দুটির মধ্যের ফাঁক যদি গোলাকার হয়, তবে সে 'স্বরধ্বনি' বর্তুল ও কুঞ্চিত। যেমন - ও, উ।
দুই॥ ঠোঁট দুটির মধ্যের ফাঁক প্রসারিত হলে সে 'স্বরধ্বনি' প্রসৃত বা বিস্তারিত। যেমন - ই, এ, আ, অ্যা।
তিন॥ ঠোঁট দুটির মধ্যের ফাঁকের আয়তন কম হলে তা সংবৃত 'স্বরধ্বনি'। যেমন— ই, উ।
চার॥ ঠোঁট দুটির মধ্যের ফাঁকের আয়তন কম হলে তা বিবৃত 'স্বরধ্বনি'। যেমন— আ।
পাঁচ॥ ঠোঁট দুটির মধ্যের ফাঁকের আয়তন একটু কম হলে তাকে বলে অর্ধবিবৃত। যেমন — অ্যা।
ছয়॥ জিহ্বা সামনের দিকে থাকলে তাকে বলে সম্মুখ 'স্বরধ্বনি'। যেমন— ই, ঐ, অ্যা।
সাত॥ জিহ্বা মাঝামাঝি থাকলে তাকে বলে কেন্দ্রীয় 'স্বরধ্বনি'। যেমন— আ।
আট॥ জিহ্বা পিছনের দিকে থাকলে তাকে বলে পশ্চাৎ 'স্বরধ্বনি'। যেমন— উ, ও, অ।
নয়॥ জিহ্বা একেবারে ওপরে থাকলে ঊর্ধ্ব 'স্বরধ্বনি'। যেমন— ই, উ।
দশ॥ জিহ্বা ওপরের একটু নিচে থাকলে তাকে বলে ঊর্ধ্বমধ্য 'স্বরধ্বনি'। যেমন— এ, ও।
এগারো॥ জিহ্বা একেবারে নিচে থাকলে নিম্ন 'স্বরধ্বনি'। যেমন— আ।
বারো॥ জিহ্বা একেবারে নিচের একটু ওপরে থাকলে তাকে বলে নিম্নমধ্য 'স্বরধ্বনি'। যেমন - অ্যা, অ।
তেরো॥ জিহ্বা সামনের তালুর দিকে থাকলে তালব্য 'স্বরধ্বনি'। যেমন— ই, এ, অ্যা।
চোদ্দ॥ জিহ্বা পিছনের দিকে থাকলে কণ্ঠ্য 'স্বরধ্বনি'। যেমন— অ, ও, উ।

বাংলা 'স্বরধ্বনি'র উচ্চারণ অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগকে ছকের সাহায্যে দেখানো হলঃ

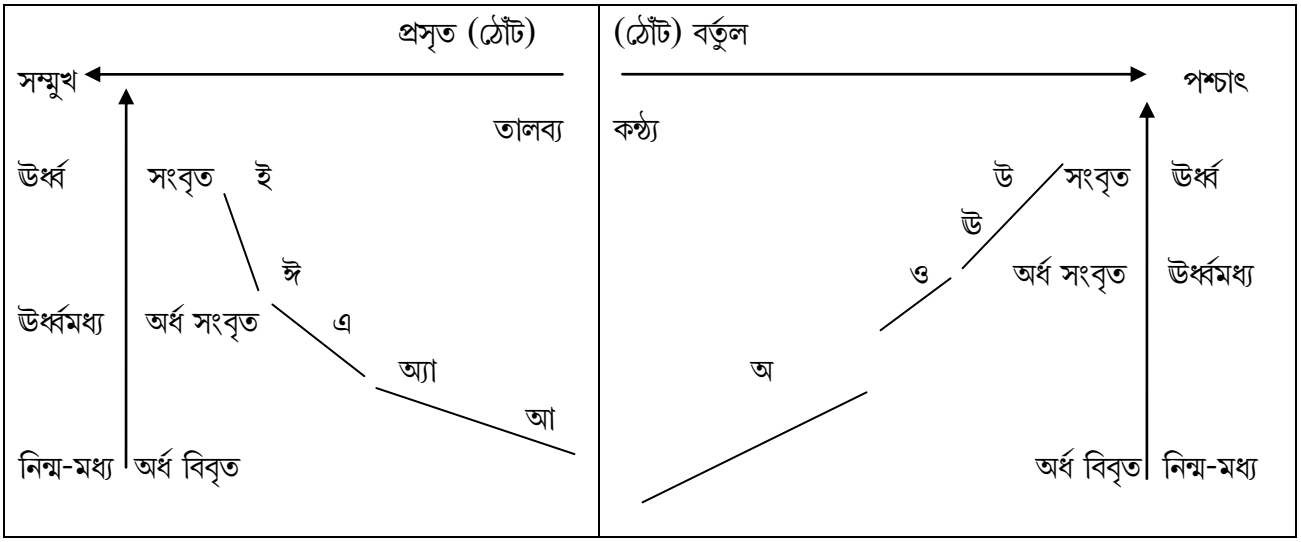

বাংলা স্বরধ্বনি'র উচ্চারণের স্থান ও উচ্চারণ অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে নিম্নরূপ —

স্বরবর্ণ	উচ্চারণ স্থান	নামকরণ

অ, আ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য বর্ণ
ই, ঈ	তালু	তালব্য বর্ণ
উ, ঊ	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ
ঋ	মূর্ধা	মূর্ধণ্য বর্ণ
এ, ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ্য তালব্য বর্ণ
ও, ঔ	কণ্ঠ্য ও ওষ্ঠ	কণ্ঠ্যৌষ্ঠ্য বর্ণ

পরবর্তী ক্লাসে ‘ব্যঞ্জনবর্ণ’ নিয়ে আলোচনা করব।